সুশান্ত দাসের কবিতার সমালোচনা

-ড. ইমন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক

সমালোচনাঃ কবিতা ‘ফেরৎ চাই’

কলকাতা কত কবিরই হৃদয় চুরি করেছে। জীবনানন্দ তো বলেই গেছিলেন, “কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে”। সুশান্ত দাসের কবিতায় এই কলকাতাকে এক অন্য মাত্রায় প্রকাশিত হতে দেখি।

প্রথমেই বলছেন, “কলকাতা তুমি সংগ্রামী হও ক্ষতি নেই।” কারণ, কবিতার সঙ্গে রাজনীতির একটা সম্পর্ক সারাবিশ্ব জুড়েই আছে। বরাবরই আছে। কলকাতাতেও বিশ শতকের তিনের দশক থেকেই ছিল রাজনীতির আবহাওয়া, ছিল প্রগতি সংঘ। অনেক মিটিং- মিছিল ও কফি হাউসে তুফান তোলা অনেক আড্ডা, আলোচনার সঙ্গী হয়েছে কলকাতার সত্তা। সেই সত্তার কাছ থেকেই কবি ফেরত চাইছেন নির্জনতা, যা সৃজনশীল, যা কবিতার উৎস।

এই কলকাতার কাছেই কবি ফেরৎ চাইছেন, তার আবেগ। কারণ কলকাতা রুক্ষ হয়ে উঠেছে রাজনীতি আর বাণিজ্যে। কবি যেন রুক্ষতার পর্দা সরিয়ে ফিরতে চাইছেন আবেগে।

কলকাতা শেষ অবধি একপেশে। কারণ সে শুধু ধনীর জন্য। ধনীর জন্যই তাঁর প্রাচুর্যের আয়োজন। ক্ষুধার্তের হৃদয়ে সে ক্ষত করে দিয়ে যায়। কবি চাইছেন, এই সবটাকে দেখে রাখার অন্তর্দৃষ্টি।

যে কলকাতায় কবির শৈশব কেটেছে, যে কলকাতায় কবির জন্য ছিল অবারিত আকাশ, তা আজ পোস্টারে, প্ল্যাকার্ডে আচ্ছন্ন। কবি ফেরত যেতে চান সেই পুরোনো কলকাতায়, আদিম সারল্যে।

চান দেহে তাজা বাতাস ও ‘উলঙ্গ আলো’। এই উলঙ্গ শব্দটির মধ্যেই আছে সারল্যে, Innocenceএ পৌঁছনর আকুতি।

সমালোচনাঃ কবিতা ‘মন’

মন নামক বস্তুটি বড় জটিল। সুব্রত সরকারের কবিতায় পাই “পৃথিবীতে একমাত্র কঠিন বস্তু হল মানুষের মন।” সত্যিই যদি মনকে আবিষ্কার করা যেত! ভারতীয় দর্শনের ধারণায় মন হল জড়। আজকের গানে শুনি “ফেরারি এই মনটা আমার”। মাঝখানে অবশ্যই ঢুকে আছে পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শনের ইতিহাস। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মন এক তরল, সর্বত্রগামী ও ভীষণ বস্তু। পাশ্চাত্যের আলোয় আলোকিত কমলাকান্ত তাই তার মন হারিয়ে ফেলেছিল।

আমরা সুশান্ত দাসের ‘মন’ কবিতায় এই ‘মন’কে নানান মাত্রায় নানান নিরিখে খুঁজে পাই। কখনও এই মন দমকা হাওয়ায় হারিয়ে গিয়ে চলে যায়, ছিপছপে একদল ছেলের সঙ্গে মিশে কুচো মাছ খোঁজে। কখনো এ মন ধানক্ষেতে চলে যায়। গালে হাত দিয়ে বসে মাছের অপেক্ষা করে। কখনো একবুক জলে গ্রামের মেয়ে হয়ে নেমে বাঁশ দিয়ে কচুরিপানা সরায়।

কখনোবা মন ছোটে ভো-কাট্টা ঘুড়ির পিছনে। বটের ছায়ায় তুলে নেয় এক ক্যান পান্তা আর পেঁয়াজ। দেখার বিষয়, ক্রমে শৈশব, থেকে যৌবন ও পরিশ্রমী প্রৌঢ়ত্বের ছবি আঁকা হয়েছে এখানে। শেষে মন এই সমস্ত ছবিই যেন এঁকে রাখে কোথাও। ড্রয়িং খাতায় কুঁড়েঘর আঁকে। সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছেনে নিয়ে ছবি আঁকতে বসে। এঁকে রাখে রেখায়, কবিতায়। এখানেই মন শিল্পী।

সমালোচনাঃ কবিতা ‘কি লিখব আমি’

কবি তো লিখতেই পারেন একটি রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। অথবা প্রকৃতি যা রোমান্টিকের কূল লক্ষণ। নাকি কবিতা নিয়েই লিখে ফেলবেন একটি কবিতা। কিন্তু সুশান্ত দাসের কবিতায় আমরা দেখি, বাস্তবের অভিঘাত।

তিনটে গল্প পাই আমরা ‘কি লিখব আমি’ কবিতায়। এক, বাঁশদ্রোণী বাজারে সেই কচুশাক বিক্রেতা মাসির গল্প, এক কোমর জলে জোঁকেদের সঙ্গে লড়াই তার। এক টাকায় এক আঁটি। একদিনে ত্রিশ চল্লিশ টাকাও হয় তার। আমাদের মনে পড়ে যায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘লিচ গ্যাদারার’ কবিতার কথা।

বৃদ্ধ মানুষটার কথা, যে বাধ্য হয় একই অজুহাতে টাকা চাইতে। বলে হাওড়া যাওয়ার টাকা নেই। লোকে বিদ্রুপ করে। তারা জানেনা তারা প্রত্যেকেই কখনো না কখনো হাওড়া যেতেই হবে। কবি কষ্ট পান।

গবাদার কথা উঠে আসে। সে গবাদা যিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, পাঁচ বছরের মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু শেষে তিনি আত্মহত্যা করেন। সেই মেয়ে আজ চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে।

কবি নিজেকেই তথা পাঠককেই প্রশ্ন করেন, ‘কি লিখব আমি’? এখানেই তিনি রিয়্যালিস্ট।

সমর সেন ‘মেঘদূত’ কবিতায় লিখেছিলেন “প্রেমে কি আনন্দ পাও, কি আনন্দ পাও সন্তানধারণে।” পোষাকি প্রেমে কি আনন্দ হয়! আর এত মানুষের দুর্দশার মাঝে আনন্দ পাওয়া যায় কি? এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। তেমনি আমাদের কবিরও প্রশ্ন এই নির্মম বাস্তবচিত্রের সামনে কি কিছু লেখা যায়? তা কি ন্যায্য বা সম্ভব? নাকি নীরবতাই হল তখন সত্যিকারের লিখন।